রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ ভাদ্র, ১৪২২ মোতাবেক ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ২৪ ভাদ্র, ১৪২২ মোতাবেক ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২২/২০১৫

Bangladesh coinage Order, 1972 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Bangladesh Coinage Order, 1972 (P.O.NO. 83 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **P.O. NO. 83 of 1972 এর Article 4 এর সংশোধন।**—Bangladesh Coinage Order, 1972 (P.O. NO. 83 of 1972), অতঃপর উক্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, এর Article 4 এর "two" শব্দের পরিবর্তে "five" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **P.O. NO. 83 of 1972 এর Article 5 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 5 এর "two Taka" শব্দগুলির পূর্বে "five Taka coins" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

১৯৭২ সনের The Bangladesh Coinage Order দীর্ঘ ১৭ বছর পর ১৯৮৯ সনে সংশোধনপূর্বক ২ টাকার মুদ্রাকে সরকারি মুদ্রা করা হয়। এর পূর্বে সর্বোচ্চ এক টাকার মুদ্রা সরকারি মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল। ইতোমধ্যে প্রায় ২৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে। ২ টাকার ক্রয় ক্ষমতাও আগের চাইতে অনেক হ্রাস পেয়েছে বিধায় বর্তমানে উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনের মাধ্যমে ৫ টাকার নোটকে সরকারি মুদ্রায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দেশের মোট অর্থের যোগান অপরিবর্তিত (সরকারের নোট/কয়েন যতটা বাড়বে বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট/কয়েন ততটা কমবে) থাকবে বিধায় এর মুল্যস্ফীতিজনিত প্রভাব হবে না।

১৯৭৪-৭৫ সালে বাজারে প্রচলিত মোট অর্থের মধ্যে সরকারি মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১০.৭০ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থ বছর শেষে ০.৯০ শতাংশে নেমে এসেছ। ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের নোট ও কয়েনগুলোকে সরকারি মুদ্রায় রূপান্তর করা হলে সরকারি মুদ্রার পরিমাণ বাজারে প্রচলিত মোট মুদ্রার ১.৫০ শতাংশে উন্নীত হবে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd